নৈতিক স্বচ্ছতায় আমানতদারীর অবদান

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম তালুকদার
জেলা জজ

নৈতিক স্বচ্ছতায় আমানতদারীর অবদান

মোহাম্মদ সিরাজুল ইস্‌লাম তালুকদার
জেলা জজ

www.pathagar.com

নৈতিক স্বচ্ছতায় আমানতদারীর অবদান

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম তালুকদার

প্রকাশক ঃ খালেদ–বিন–কবির
আমান পাবলিশার্স
বাড়ী–১, রোড–১১০
গুলশান–ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী–১৯৯৭ইং

প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান

মূদ্রণ ঃ চৌকস
১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড
ঢাকা–১০০০। ফোন ঃ ৪১৯৬৫৪

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ বিশ টাকা

www.pathagar.com

বাণী

ইতিপূর্বে লেখকের কয়েকটি পুস্তক পাঠ করার সুযোগ হয়েছিল। লেখকের পুস্তকাদির বিষয়বস্তুতে উপস্থাপনের যেমন নতুনত্ব আছে, তেমনি আল্লাহর কুরআনের নির্দেশকে মানুষের জীবনে যথাযথ এবং সহজ প্রয়োগের একটি প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের উপস্থাপনায় ইসলাম যে অনুষ্ঠানসর্বস্ব কোন ধর্ম নয় এটাই প্রমাণিত হয়। সেই একই দিক–নির্দেশনায় এই পুস্তকটিতে আমানত ও আমানতকারীর বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে। বইটি পাঠ করে সকলেই বুঝতে পারেন যে, একজন মানুষের জীবনে আমানতের খেয়ানত কত বড় অন্যায়। পুস্তকটি পাঠে সকলেই উপকৃত হবেন।

আমি সম্মানিত লেখকের কল্যাণ এবং বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

(শাহ্ আবদুল হান্নান)
সচিব
ব্যাংকিং বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

www.pathagar.com

উৎসর্গ

নৈতিক স্বচ্ছতা সৃষ্টিতে আমানতদারীর আধ্যাত্মিক আবেদনে যিনি পৃথিবীতে শান্তির সুমহান সত্যের সন্ধান দিয়েছেন সেই মহামানব মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নামে পুস্তকটি উৎসর্গিত হলো।

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইসলাম অর্থ শান্তি। হজরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মোহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ নবী-রসূলগণের আগমন হয়েছিল ঐ শান্তির বাণী নিয়ে। যারা এবং যখন মানুষ নবী (সাঃ)দের বাণী গ্রহণ করে আল্লাহতে আত্মসমর্পণ করেছেন তাদেরকেই ইসলামী পরিভাষায় মুসলমান বলা হয়েছে। ইসলাম যেহেতু প্রকৃতির ধর্ম, তাই প্রকৃতির আলো-বাতাসের মত ইসলামের বাণীগুলো নিয়ে অমুসলমানরাও দুনিয়াতে শান্তির সাধ নিয়েছে, কিন্তু মুসলমান হয়ে মরতে পারে নাই।

যখনই মুসলমান কি অমুসলমান ইসলামের তথা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে প্রবর্তিত ঐ বাণীগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে রিপুর চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে পরের অধিকারকে হরণ করেছে, তখনই অবক্ষয়ের অবগাহনে মানুষ পরস্পরকে সংঘাতের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আর তখনই সৃষ্টি হয়েছে মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ সংক্রান্ত রূপক কাব্যের কল্পিত কটাক্ষজনিত কথা। ঐ কটাক্ষজনিত কাব্যের একটি উদ্ধৃতি আমি এ কারণে ভূমিকায় ব্যবহার করতে চাই যাতে পাঠকরা আলোচ্য বিষয়ের বিবেচনায় অবক্ষয়জনিত অশান্তি নয়; বরং শান্তির শাশ্বত বাণীকেই অধিকতর আমল করতে পারে। যেমনি করে আল্লাহ আঁধার দিয়ে আলোর; টক দিয়ে মিষ্টির এবং অচেতন দিয়ে চেতনের মূল্যায়ন করেছেন; ঠিক তেমনি অবক্ষয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে আমি ব্যাপ্ত বিষয়ক শান্তির শাশ্বত বাণীর মূল্যায়ন করবো; যাতে মানুষ ইসলামের আলোচ্য আমানতের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করতে পারেন।

বিষয়টি ছিল ১৯৮৩ সনের। ঐ সময় বিলেতে এ ধরনের একটি প্রতিযোগিতা ছিল যে, কে সবচেয়ে ছোট বই লিখতে পারে। এ ধরনের একটি প্রতিযোগিতায় আট হাজার পাণ্ডুলিপি এসেছিল। ঐ প্রতিযোগিতার বাছাই কমিটি "God liys dying" নামক তিন শব্দের একটি পুস্তককে প্রথম বিবেচনায় উহার লেখক Mr. Bill Traton কে পুরস্কৃত করেন। সাংবাদিকরা লেখককে ঘিরে প্রশ্ন তুললেন যে, তিনি তার ঐ তিন শব্দের পুস্তক দিয়ে কি বোঝাতে চান। তখন প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ "বর্তমান বিশ্বে যেভাবে মারামারি, চুরি-ডাকাতি, হত্যা, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, যুদ্ধ চাঁদাবাজি, সুদ, ঘুষ, সন্ত্রাস ইত্যাদি চলছে তাতে আমি মনে করি "ঈশ্বর মৃত্যু শয্যায় শায়ীত"। কারণ তিনি যদি সুস্থ শরীরে থাকতেন তবে অবশ্যই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ অবক্ষয়ের অবগাহনে বিশ্বময় এত অশান্তির আঞ্জাম দিতে সমর্থ হতো না। তাই আমি মনে করি ঈশ্বর আজ যেন সুস্থ শরীরে নেই"।

www.pathagar.com

আমরা মুসলমানরা ঈশ্বরের অনুবাদে অবশ্যই আল্লাহকে বোঝতে চাইবো না। তবে লেখক Bill traton সাহেব যে মানুষের স্রষ্টা আল্লাহকেই বোঝাতে চেয়েছেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই। স্রষ্টা সংক্রান্ত এ ধরনের কটাক্ষজনিত কাব্য এ কারণে সৃষ্ঠি হয়েছে যে, মানুষ আল্লাহর বাণীগুলোর অন্যতম আমানত ও আমানতদারী সংক্রান্তের বাণীগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে খেয়ানতের যে ব্যাপক ব্যবস্থা রেখে দিয়েছে উহাই মূলতঃ উদ্বুদ্ধ করেছে কল্পিত কাব্যের কটাক্ষজনিত সাহিত্য সৃষ্টিতে।

আমি মনে করি বর্তমান বিশ্বের সমস্ত সংঘাতের সৃষ্ট অশান্তি এবং পাপের মূলেই রয়েছে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ঐ আমানতদারীর ক্ষেত্রবিশেষের খেয়ানতকরণ কর্মাদি। আমার এ ছোট্ট পুস্তকে ঐ আমানত–খেয়ানতের বিষয়গুলো কোরান ও হাদিস দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করবো যাতে মানুষ বিশেষ করে মুসলমানরা হক্কুল এবাদের বিষয়গুলো বিবেচনা করে পরকালীন মুক্তির প্রয়াসে পাপের মূল বিষয়ের আমানতের খেয়ানতকরণ থেকে বিরত থেকে বিশ্বময় ইসলাম তথা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কারণ ইসলামের মতাদর্শই আমানত–খেয়ানতজনিত কর্মের বিপরীত বিষয়। মনীষী অলিভার ওয়েনডেল হোমস বলেনঃ "বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র পুর্ব শর্ত হলো কোন মতাদর্শ না থাকা বা থাকলে তা ত্যাগ করা"। আমানত খেয়ানত না করণের মতাদর্শ মূলত ইসলামের অন্যতম আদর্শ যা নৈতিক স্বচ্ছতায় সমৃদ্ধ করে মানুষকে সম্মানিত করতে পারে।

আমাকে যারা এ ধরনের একটি পুস্তক লিখতে আগ্রহী এবং উৎসাহী করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলো ইসলামী ব্যাংকের ট্রেনিং এবং রিসার্চ একাডেমী। তারা বিগত ২৯শে আগষ্ট ১৯৯৬ সনে তাদের প্রশিক্ষণ প্রার্থী অফিসারদেরকে সম্বোধন করে ঐ বিষয় বক্তব্য রাখার অনুরোধে দেয়া বক্তব্যাদি বিশেষভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছে। যাদের উৎসাহে এবং সহযোগিতায় এ পুস্তকটি লিখিত হয়েছে তাদের নামোল্লেখে তাদেরকে খাটো করতে চাই না। তবে আমান পাবলিশার্সের প্রোপাইটার জনাব খালেদ–বিন–কবিরের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। কারণ তার একক অর্থনৈতিক সাহায্যেই বইটির প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। তবে এ পুস্তকের প্রাপ্য পুণ্যে অন্যেরও অংশ থাকবে এ প্রার্থনা দিয়েই প্রার্থিত বিষয়ের আলোচনায় যেতে চাই। আল্লাহ যেন আমার প্রার্থনা কবুল করেন। আল্লাহর কাছে এও প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাকে সঠিক তথ্যে বিষয়টির উপস্থাপনায় উপযুক্ত করে রাখেন। আমীন।

লেখক

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম তালুকদার।

www.pathagar.com

সূচি ঃ

(১)	নৈতিক স্বচ্ছতা কি?	৮
(২)	আমানত কাকে বলে।	৮
(৩)	আমানতদারী বলতে কি বোঝায়?	৯
(৪)	আমানতের এবং খেয়ানতের বিষয়।	১০
(৫)	আমানতের খেয়ানতের কারণে কি ধরনের অবক্ষয় বা অপরাধ সংঘটিত হয়।	১৫
(৬)	আল-কোরান এবং হাদিস আমানত, আমানতদারী এবং খেয়ানতসংক্রান্তেরবাণী	১৭
(৭)	শেষ কথা।	২১

www.pathagar.com

নৈতিক স্বচ্ছতা কি?

নৈতিকতা নেহায়েত নীতি থেকে আহরিত কিছু আমল, যাহা মূলত অর্জিত কিছু গুণাবলী। যে সকল গুণাবলীর কারণে মানুষের মধ্যে নৈতিক স্বচ্ছতা সৃষ্টি হতে পারে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয়কে চিহ্নিত করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই আমানতদারীর মত একটি আমল আমাদের কর্মে স্থান করে নিতে হবে। তবে এটা ইচ্ছায় হউক কি অনিচ্ছায় হউক পৃথিবীর প্রতিটি ব্যক্তি থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সংস্থা ও সমিতিগুলো কোন না কোনভাবে একটি আমানতদারীর আপেক্ষিক আমলে জড়িয়ে আছে। তাই মানুষের মধ্যকার পরস্পর সম্পর্কের সমিতি বা সংস্থার সমন্বয়ের জন্য বিশ্বাসভিত্তিক অর্থসম্পদ, দায়িত্বকর্ম, কথা ইত্যাদি খেয়ানতকরণ কর্মটি নৈতিক স্বচ্ছতার বিপরীত বিষয়, এবং উহা কি ধরনের অনৈতিক অপকর্মের আঞ্জাম দিতে পারে উহার ব্যাপক আলোচনায় আসা তথ্য থেকে পাঠকরা বুঝতে পারবেন যে, নৈতিক স্বচ্ছতার জন্য আমানতদারীর বিষয়টি পরকালীন মুক্তির জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ একটি নৈতিক গুণ। ঐ গুণ প্রসংগে শেখ সাদী (রঃ)–এর একটি কাব্যাংশ তুলে ধরা যেতে পারে।

তিনি বলেনঃ

"গুণ পাথর হলে মহামূল্য মনি,
মনির কদর কিছু হতো না কখনই।"

গুণ মানুষের সাথে সম্পর্কিত। আমানতদারীর মত একটি মহৎ গুণ যদি মানুষ অর্জন করতে সমর্থ হয়, তখন তার এহেন অর্জনটি মহামূল্য মনি অর্জনের মত একটি বিষয় হবে। এ ধরনের একটি গুণের আলোচনা যতটা না অনুধাবনীয়, তার থেকে অধিক অনুকরণীয় হবে তখন, যখন কোন ব্যক্তি একজন আমানতদার অথবা খেয়ানতাকারীর কর্মের সান্নিধ্যে আসতে সমর্থ হবে।

আমাদের পৃথিবীতে অনৈতিক আচরণে অবসরজনিত প্রতিটি কর্মের পেছনে কোন না কোন খেয়ানতকরণ কর্মের কারণ আছে বলেই নৈতিক স্বচ্ছতার সুন্দরতম উপস্থাপনার জন্য আমানতদারীর বিষয়কে যোগ করেই এহেন বিষয়ক একটি পুস্তক প্রকাশের প্রয়াস। এখন দেখা যাক আমানত এবং আমানতদারী বলতে কি বোঝায় এবং এর সাথে নৈতিক স্বচ্ছতার সর্ম্পকটি কোথায়?

আমানত কাকে বলে ঃ

মনীষী এমারসন সাহেব বলেনঃ "একজন বিশ্বাসীর বিশ্বস্ততা হলো বিবেকী বিষয়"।

www.pathagar.com

ঐ কথার আলোকে আমানত হলো বিবেকপ্রসূতঃ একটি বিশ্বাস যা একটি ব্যক্তি থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কোন সমিতি বা সংস্থা উহার অর্থসম্পদ, দায়িত্ব কর্ম, ইজ্জত-সম্মান, কথা, স্নেহ-ভালবাসা ইত্যাদী অন্যের উপর একটি বিশেষ সময়ের জন্য তার হেফাজতে রেখে দেয়া। এহেন রাখা মৌখিক অথবা লিখিত চুক্তিভিত্তিক শর্ত সাপেক্ষেও হতে পারে। অন্যের কাছে এহেন রক্ষিত বিষয় বা বস্তুকে আমানত বলে এবং ভিত্তি হলো পরস্পরের বিশ্বাস।

আমানত শব্দটি আরবী امانات শব্দ থেকে আহরিত। উহাকে অনুবাদিক অর্থের এবং শব্দের জমাকরণ অথবা ইংরেজী Deposit শব্দ দিয়ে বোঝানো যাবে না। কারণ আমানতের বিষয়টি আধ্যাত্মিক আবেদনের একটি পুণ্যকর্মের বিষয়। উহাকে বুঝতে হলে ঐ আমানত শব্দ দিয়েই বুঝতে হবে। তাছাড়া আমানতের বিষয়গুলো যে সাময়িক বিশ্বাসের ভিত্তির উপর দন্ডায়মান উহার পেছনে পরম আল্লাহ বিশ্বাসের বিষয়টিও প্রত্যক্ষভাবে বিবেচিত হয়।

আমানতদারী বলতে কি বোঝায় ঃ

পূর্বালোচিত আমানতের বিষয় বা বস্তুগুলোর যিনি বা যাহারা উহার হেফাজতের অথবা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাখেন তাকেই বলে এ বিষয় বা বস্তুর আমানতদার। যিনি বা যাহারা আমানতীয় বস্তু বা বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের কর্ম করেন তাকে বলে আমানতদারী। যেমন একজন লোক অন্য একজন প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করে কিছু সম্পত্তি রেখে বিদেশে গেলেন। যিনি এ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিলেন তিনি হলেন আমানতদার। তেমনি একজন লোক তার কোন একজন বন্ধুকে বিশ্বাস করে এমন একটি গোপনীয় কথা তাকে বললেন যাহা তিনি যেন অন্যকে না বলেন। শেষোক্ত বন্ধুটি এক্ষেত্রে তার বন্ধুর বলা কথাটির আমানতদার। বিষয়টি একটি সংস্থা বা সমিতির ব্যাপারেও প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন কোন একটি সমিতির সদস্যরা নির্বাচনের মাধ্যমে আসা কার্যনির্বাহী কমিটিকে সমিতির সদস্যদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য দায়িত্ব দিয়ে নির্বাচিত করলো। এহেন ক্ষেত্রে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি সমিতির সদস্যদের দেয়া দায়িত্বের আমানতদার। তেমনি করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতিসংঘও বিশ্বশান্তির আমানতদার। অর্থাৎ যিনি বা যারা অন্যের পক্ষে বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন বস্তু বা বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করেন তিনি প্রকারান্তরে একজন আমানতদার এবং রক্ষণাবেক্ষণের কর্মটি আমানতদারী। মনে রাখতে হবে আমানতদারীর কর্মটি আধ্যাত্মিক আবেদনে পরম আল্লাহর প্রতি প্রত্যক্ষ বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিবেচিত হয়।

www.pathagar.com

পাঠকদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক আবেদনে আল্লাহর প্রতি প্রত্যক্ষ বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমানতদারীর বিষয়টি বিবেচিত হয় না তাদের কাছে বিষয় বা বস্তুর কি হেফাজত বা রক্ষণাবেক্ষণ হয় না? অবশ্যই হয়। সে ক্ষেত্রে নেহাত নৈতিকতাই তাদের আমানতদারীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর প্রতি প্রত্যক্ষ বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে আমানতদারী তিনিও যে খেয়ানতকারী হবেন না তেমনটি বলা যাবে না। তার নৈতিকতার নীতি একটি নিয়মে চলে যাহা পরকালীন যুক্তির বিবেচ্য বিষয় নয় বিধায় আমানত খেয়ানতের কারণ হতে পারে। এখানে বিবেকের বন্ধন ভেংগে গিয়ে খেয়ানতকারণ বিষয়টি দুনিয়ার আদালতের বিচারে সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু আধ্যাত্মিক আবেদনে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে যিনি আমানতদার তার সামনে পরকালিন বিচারের বিষয়টিও বিবেচ্য। খেয়ানতকরণ কর্মটিতে তিনি অনুশোচনার উদ্বেগে সদা ভীত বিধায় খেয়ানতকরণ কর্মে তিনি সাবধান থাকতে পারেন এবং সাথে সাথে আমানতদারীর পুণ্যের প্রত্যাশাও তিনি করেন। আমানতদার আস্তিক কিংবা নাস্তিক উহা আলোচ্য বিষয় নয়, তবে নৈতিক স্বচ্ছতার জন্য আমানতাদারীর অবদান কি ধরনের গুরুত্ব বহণ করে উহাই মূল্যায়িত হবে এ পুস্তকে। সুতরাং নৈতিকতার কারণেই হউক অথবা আধ্যাত্মিক আবেদনের কারণেই হউক, যিনি অন্যের বিষয় বা বস্তুত রক্ষণাবেক্ষণ করেন তিনিই প্রকারান্তরে আমানতদার। আর যিনি রক্ষণাবেক্ষণের বিশ্বাস ভঙ্গ করে বস্তু বা বিষয়ের আত্মসাৎ করেন তিনি ইসলামী পরিভাষায় খেয়ানতকারী। যাকে ইংরেজীতে Misappropriation বলে। আমানতদারীর কাজটিতে যেমন ঝামেলা আছে, তেমনি ঝুঁকিপুর্ণ বিধায় বিশ্বাসীদের বিষয় আল্লাহ নিজেই বিবেচনা করেন। এখন দেখা যাক প্রকারভেদে আমানত–খেয়ানতের কি কি বিষয় হতে পারে।

আমানত ও খেয়ানতের বিষয়ঃ

মনীষী Aristotle বলেছেন যে, 'Man is a Social Animal' অর্থাৎ মানুষ মূলতঃ এক সামাজিক জীব। প্রকৃতিগত কারণে সকল মানুষকে আল্লাহ তায়ালা সমমানের দায়িত্ব , অর্থসম্পদ, জ্ঞান, সম্মান, কর্তব্যবোধ, মর্যাদা দিয়ে তৈরী করেন নাই। তাই মানুষকে ঐ সকল বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত রেখে একে অপরের উপর নির্ভরশীল করে রেখেছেন। মানুষ যখন তার কর্মজীবনে পারস্পরিক সম্পর্কের সহ–অবস্থানে তাদের কাছে রাখা দায়িত্ব, অর্থ–সম্পাদ ও সম্মানের বিষয়গুলো আমানত রাখে, তখন ওগুলোর খেয়ানতের প্রবণতাকে পরাভূত করার জন্য মানুষকে আল্লাহর ওহির আমলকে আঁকড়ে ধরতে হয়। সেক্ষেত্রে আমানত খেয়ানতের বিষয়গুলো প্রথমে জেনে নেয়া দরকার। আর ওগুলো মূলত (ক) অর্থসম্পদ (খ)

www.pathagar.com

ইজ্জত-সম্মান, (গ) দায়িত্বকর্ম (ঘ) শিক্ষাকর্ম (ঙ) কথা (চ) স্নেহ-ভালবাসা ইত্যাদির মধ্যেই সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে। আসুন, আমরা এক এক করে উল্লেখিত বিষয়গুলোর আমানত ও খেয়ানত সংক্রান্তের কিছু ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ দিতে চেষ্টা করি।

(ক) **অর্থসম্পদঃ**

ইতিপূর্বে আমি বলেছি যে, সামাজিক সম্পর্কের কারণে মানুষ যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, তেমনি সম্পদ অধিকরণ এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। এ সকল সম্পদের মধ্যে টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি এমন কি দৈনন্দিন জীবনের বহুবিধ ব্যবহারিক দ্রব্যাদিও অন্তর্ভুক্ত। মানুষকে তার প্রয়োজনে কোন্ সময়ের জন্য এবং কোন্ ধরনের বৈষয়িক প্রয়োজনে ঐ সম্পদের কিছু না কিছু অন্যের হেফাজতে রেখে দিতে হয়। মনে করুন কোন একজন লোক কিছু দিনের জন্য বিদেশে যাবেন। যাবারকালে তিনি তার বাড়িটি অথবা দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারের গরু বা গাড়ীটি অথবা কিছু টাকা-পয়সা তার প্রতিবেশীর কাছে রেখে গেলেন। ঐ বিশ্বস্ত প্রতিবেশী হলো আমানতদার এবং যে সম্পদ রেখে গেলেন উহা হলো আমানত।

এ ধরনের রক্ষণ মৌখিক চুক্তি অথবা লিখিত দলিলের মাধ্যমেও হতে পারে। এখানে এহেন রক্ষণ মজুরীভিত্তিক অথবা নেহায়েত আমানতদারী সংক্রান্তের একটি বিশ্বাসের বিষয়। যিনি তার সম্পদ অথবা অর্থাদি কারো কাছে গচ্ছিত রাখেন তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। অর্থাৎ আমানতদারীর মূল ভিত্তি হলো পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস। সেক্ষেত্রে বর্তমান সভ্যতায় গড়ে ওঠা ব্যাংক ব্যবস্থা জনগণের পক্ষে একটি ব্যাপক আমানতদারীর বিষয়। এহেন আমানতদারী দালিলীক চুক্তি এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যিনি বা যারা এহেন মৌখিক অথবা দালিলীক বিশ্বাসকে ভঙ্গ করেন তার কাছে গচ্ছিত টাকা বা সম্পদকে আত্মসাৎ করেন তিনি একজন খেয়ানতকারী। এহেন কাজটি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ইংরেজী পরিভাষায় Misappropriation of trust বলে আখ্যায়িত করলে খেয়ানতকরণ কর্মের পরিপূরক বিষয় নয়। কারণ বিষয়টি আধ্যাত্মিক আবেদনে ধর্মীয় মূল্যবোধে বাঁধা একটি বিষয়।

(খ) **ইজ্জত—সম্মানঃ**

আল্লাহ তায়ালা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে তাদের নিজ নিজ অবস্থানে রেখে তার কর্মের কারণে ইজ্জত-সম্মান দিয়ে থাকেন। ইজ্জত-সম্মানের বিষয়টি আপেক্ষিক। কে কোথায় এবং কোন অবস্থায় কতটুক ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী হবেন উহা সম্পূর্ণটাই ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত। পুরুষদের মধ্যে সৎ, বংশীয় এবং উচ্চ পর্যায়ের

www.pathagar.com

একজন সরকারী কর্মচারী অথবা নারীদের মধ্যে সতীত্ব রক্ষাকারী একজন মহিলা যিনি তার ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করতে চান। এহেন ব্যক্তি পুরুষ এবং নারীটি তার স্ব স্ব স্থানে ইজ্জত-সম্মানের দাবিদার। পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সম্পর্কের কারণে প্রত্যেকেই তাদের প্রত্যেকের ইজ্জত-সম্মানের আমানতদার। কিন্তু কেউই যদি অহেতুকভাবে পরস্পরের কারো এহেন ইজ্জত-সম্মানের খেয়ানত বা নষ্ট করতে চেষ্টা করে বা করেছে, তবে সেক্ষেত্রে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের সৃজনকারী আল্লাহ কর্তৃক দেয়া ইজ্জত নষ্টকারীকেও খেয়ানতকারী বলা হবে। কারণ এ ধরনের আচরণ সমাজিক শান্তির অনুকূলে নয় এবং প্রকারন্তরে মানুষ এবং তার স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি কটাক্ষ করে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকেই ব্যহত করে তোলে।

(গ) **দায়িত্বকর্মঃ**

দায়িত্বকর্ম একটি ব্যপক আমানতদারীর কাজ। ব্যক্তি থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সর্বক্ষেত্রে দায়িত্বকর্মকে উপেক্ষা ব্যক্তি, সংস্থ্যা, সমিতি, দেশ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সৃষ্ট জাতিসংঘ (U.N.O) পর্যন্ত তাদেরকে দেয়া দায়িত্বকর্মকে ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক তারা পালন করতে পারছে না। এ ধরনের আমানত খেয়ানতের কিছু উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। কোন একজন ব্যক্তি তার প্রতিবেশী অথবা বন্ধুজনিত কোন আপনজন ইঞ্জিনীয়ারকে এ মর্মে একটি দায়িত্ব দেয়া হলো যে, তিনি তার পক্ষে তার অনুপস্থিতে প্রবাসে অথবা পাড়ায় একটি এমারত নির্মাণের কাজ তদারকী করবে। পরস্পরের প্রতি একটি আস্থা বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইঞ্জিনীয়ার বন্ধুটি তদারকীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এহেন গ্রহণ মৌখিক অথবা লিখিত চুক্তির মজুরী ভিত্তিক অথবা নেহায়ে'ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে দায়িত্বকর্মটি ইঞ্জিনীয়ার বন্ধুটিকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তদারকীর দায়িত্ব গ্রহণকারী ইঞ্জিনীয়ার বন্ধুটি তাকে দেয়া দায়িত্ব পালন না করে দায়িত্ব সংক্রান্ত আমানতের খেয়ানত করে তার বন্ধুর ব্যাপক ক্ষতি সাধনকরেছেন।

আবার সমিতি বা সংস্থার আমানতদারী আরও ব্যাপক। সেখানে সমিতি বা সংস্থার সদস্যরা একটি নির্বাচনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সমিতির বা সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করে সমিতি বা সংস্থার সদস্যদের উন্নতিকল্পে কাজ করবেন। সমিতির সদস্যদের দেয়া এহেন দায়িত্বকর্ম নির্বাচীত নির্বাহী কমিটি পালন না করে কমিটির সদস্যরা স্বেচ্ছায় তাদেরকে দেয়া দায়িত্বকর্মের আমানত খেয়ানত করে প্রকারান্তরে সমিতির বা সংস্থারসমূহ ক্ষতিসাধন করেছেন। সেক্ষেত্রে সমিতির সদস্যদের উন্নয়নের উদ্দেশ্য যেমন ব্যাহত হয়েছে, তেমনি সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরে যা শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটিকে নষ্ট করে দেয়।

www.pathagar.com

তেমনিভাবে আরও বৃহত্তর পর্যায়ের একটি দেশের জনগোষ্ঠি যখন একটি নির্বাচনের মাধ্যমে তাদেরকে এই মর্মে দেশ পরিচালনার দায়িত্বের আমানতদারী তুলে দেয়া হয়েছিল যাতে তাদের নির্বাচীত সরকার তার দেশের জনগণের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে জনগণের রাখা দায়িত্বকর্মের আমানতদারী তারা যথাযথভাবে পালন করে। কিন্তু কার্যতঃ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির কর্তৃক দেয়া এহেন দায়িত্বকর্মের আমানতদারীকে বেমালুম ভুলে গিয়ে যে দায়িত্বহিনতার পরিচয় রাখেন উহা এমনতর একটি খেয়ানত যাহা জনগণকে নিরুৎসাহীত করে দেয়। আর তখনই শুরু হয় এ ধরনের দায়িত্বকর্ম খেয়ানতকারী সরকারের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন যাহা পরবর্তীকালে জনগণের জন্য বয়ে আনে জেল, জুলুমের অশান্ত পরিবেশ।

বিশ্বশান্তির জন্য সৃষ্ট জাতিসংঘও এহেন দায়িত্বকার্মের আমানতদারীকে সঠিকভাবে পালন না করে সংস্থাটি আজ দায়িত্বকর্মের খেয়ানতকারী হয়ে পরেছে। তাই আমরা বিশ্বময় অশান্তি দেখতে পাচ্ছি। আজ জাতীতে জাতীতে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ উহা সবটাই জাতিসংঘের কার্যকর ভূমিকা পালনের ব্যর্থতাই প্রমাণ করে। অথচ সদস্য দেশগুলো বিশ্বশান্তির অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েই বিশ্বের মানুষের দায়িত্বকর্ম গ্রহণ করেই ঐ সংস্থার সৃষ্টি করেছিল। দায়িত্বকর্মের আমানতদারীর এহেন বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান যখন উহাকে দেয়া দায়িত্বকর্মের আমানতদারীর খেয়ানত করতে বসেছে তখন বিশ্বশান্তির এহেন সংস্থাটির অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। খোদা না খাস্তা যদি সংস্থাটা তার দায়িত্বকর্মের আমানতদারী পর্যায়ক্রমে পালনে ব্যর্থ হয়ে পড়ে; তবে আর একটি বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর মানুষ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে উহার নমুনা হিসাবে আমরা হিরোসিমা ও নাগাসিকার ইতিহাস অনুধাবন করতে পারি।

(ঘ) **শিক্ষাকর্ম ঃ**

আমানতদারীর এহেন বিষয়টি একটু ভিন্নতর। এহেন একটি আমানত স্বয়ং আল্লাহ মানুষের কাছে রাখেন। সকল মানুষকে আল্লাহর তায়ালা জ্ঞান-বুদ্ধি সমানভাবে দেয় নাই। একের উপর অপরের বৈশিষ্ট্য এবং প্রাধান্য একারণেই হয়ে থাকে। সুতরাং শিক্ষাকর্মের মধ্যে যিনি জ্ঞানী, তিনি তার প্রাপ্য জ্ঞান সমাজের অন্য পাঁচটি মানুষের কাছে বিতরণ করবেন এটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে প্রচলিত হয়ে আসছে। সাধারণের মধ্যে এহেন বিশ্বাস বিদ্যমান যে, যিনি জ্ঞানী তিনিই জ্ঞান বিতরণ করবেন। জ্ঞানের আমানতদারী যাকে দেয়া হয়েছে তিনি অবশ্যই উহার খেয়ানত করবেন না।

মনে করুন একজন বৈজ্ঞানিক অথবা দ্বীনি জ্ঞানের একজন দ্বীনদার আলেম যাকে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতের জ্ঞান দিয়েছেন তারা যদি ঐ জ্ঞানের সদ্ব্যবহার না করেন তবে তাদেরকে জ্ঞানের খেয়ানতকারী বলা যাবে। এহেন অবস্থায় ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু জনগণের কাছেই এজন অপরাধী নয় বরং স্বয়ং আল্লাহর কাছেও তিনি অপরাধী। কারণ

www.pathagar.com

তার খেয়ানতের বিষয়টি মূলতঃ আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। কারণ শিক্ষাকর্মের মৌলিক জ্ঞান স্বয়ং আল্লাহ হতে আসে। জ্ঞানের শিরোমণি রসূল (সাঃ) কে আল্লাহ যে দ্বীনের জ্ঞান দিয়েছিলেন উহা যদি তিনি মানুষের কাছে পৌছে না দিতেন তবে আজকে আমরা দ্বীন থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামী হয়ে যেতাম না কি? জ্ঞানের সামান্যতম কর্মের ভিতরে আমরা যদি একজন স্বাক্ষীর সাক্ষ্যকর্মকে মূল্যায়ন করি তবে সেক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাব যে, একজন সত্য স্বাক্ষী যদি তার দেখা সত্য ঘটনাকে গোপন করে তবে সেক্ষেত্রে সত্য উদ্‌ঘাটিত না হবার কারণে সমাজে অনাচারই বেশী হচ্ছে। ঘটনা দেখার ব্যাপারে স্বাক্ষীর যে জ্ঞান উহাই তার জন্য সমাজের পক্ষ থেকে রক্ষিত আমানত। উহাকে খেয়ানতকরণ অর্থ সমাজকে অন্যায়ের দ্বারা সংক্রামণকরণ।

(ঙ) **মুখের কথা ঃ**

ইতিপূর্বে আমি বলেছি যে, বিশ্বাসই হচ্ছে আমানতের মূল ভিত্তি। ঐ বিশ্বাসের বিবেচনায় যখন কোন ব্যক্তিকে এমন একটি গোপনীয় কথা বলা হয়েছে যা তিনি তৃতীয় কোন ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না। এহেন কথাটি হয়তো বা সমাজিক সংস্কারের স্বার্থে অথবা ব্যক্তি বিশেষের কোন একটি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যা প্রকাশিত হয়ে পরলে সংশ্লিষ্ট সমাজের বা ব্যক্তির ক্ষতি হতে পারে। এহেন অবস্থায় বিশ্বাসের ভিত্তিতে রাখা কথাটি একটি আমানত যা খেয়ানত করা ন্যায়সঙ্গত নয়। কারণ কথাটি গ্রহণ করার সময় উহার খেয়ানত বা অন্যের কাছে প্রকাশ না করার অঙ্গীকারেই উহা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। পারস্পরিক সম্পর্কের স্বার্থে এহেন কথা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বার্থের কারণে উভয় ব্যক্তি, সংস্থা বা সরকারকেই তাদের মধ্যকার চুক্তি ভিত্তিক কথার আমানতদারী জনস্বার্থেই যেমন গোপন রাখতে হবে, তেমনি উহা পালনের মাধ্যমে আমানতদারীর আমলে ব্যক্তি তথা সমাজিক উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে।

(চ) **স্নেহ–ভালবাসা ঃ**

আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টিকুলের মধ্যে সীমাহীন বৈশিষ্ট্য রেখে যে সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন করেছেন উহার মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রেম–ভালবাসা এবং স্নেহ–সমৃদ্ধ সমাজ গঠন একটি বৈশিষ্ট্য। এগুলো হচ্ছে পরস্পরের প্রতি ন্যস্ত আল্লাহপ্রদত্ত আমানত। স্বামী–স্ত্রীর প্রতি পরস্পরের প্রেম–ভালবাসা পরস্পরকে দেয়া আমানত। পিতামাতার কাছে সন্তানের গচ্ছিত স্নেহ–ভালবাসা একটি অধিকার এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমানত। কোন সন্তান এবং স্ত্রী প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে একথা তারা কল্পনাও করতে পারে না যে, পিতামাতা সন্তানকে এবং স্বামী–স্ত্রীকে যথাক্রমে স্নেহ এবং প্রেম–ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করবে। একটি শিশু সন্তান যখন স্নেহ ও আদরের আবেদনে তার

www.pathagar.com

পিতামাতার কাছে আসে, তখন ঐ আসা শুধু আন্তরিকতাই নয়, বরং অধিকারের বিশ্বাসেই হয়ে থাকে। স্রষ্টা কর্তৃক স্বীকৃত এহেন আমানতের খেয়ানত সংসারকর্মের বাঁধন ভেঙ্গে মানুষ ছিটকে পরবে অসংখ্যা সমস্যার আবর্তে যা তাকে আমানতের আধ্যাত্মিক আবেদনে আদৌ উদ্বুদ্ধ করবে না। বিষয়গুলোকে চিহ্নিতকরণের এবং আলোচ্য বিষয়কে বুঝাবার জন্য বেশ কয়েকটি বিষয়ের আমানত-খেয়ানতের বিষয় তুলে ধরলেও আমানতদারীর বিষয় শুধু এ কয়টি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপক ব্যবস্থাপনায় সীমাহীন যে কোন আমানতদারী সামাজিক শান্তির কারণ হতে পারে।

(৫) আমানত খেয়ানতের কারণে কি ধরনের অবক্ষয় বা অপরাধ সংঘটিত হয় ঃ

সমাজ সৃষ্টির মূল ভিত্তি হলো পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস। আর ঐ বিশ্বাসের মূলে যে মূল্যায়ন উহাই আমার ইতিপূর্বেকার আলোচিত অর্থ-সম্পদ, ইজ্জত সম্মান, দায়িত্বকর্ম, মুখের কথা, শিক্ষাকর্ম, স্নেহ-ভালবাসা ইত্যাদি বিষয়গুলোর আবর্তে অর্জিত বিষয়। মানুষ যখন তাদের সম্পর্কের ঐ সকল বিষয়গুলো থেকে নিরপেক্ষ থাকতে চাইবে তখনই সমাজের বাঁধনের ভিত্তিতে বিপর্যয় দেখা দেবে এবং দিচ্ছে। তাই তো আজ দেখছি যে, পরস্পরের বাঁধনের ভিত্তিতে যে সম্পর্কের আমানতদারী উহার খেয়ানতের মাধ্যমে মানুষ প্রথমে পরস্পরের শত্রু এবং পর্যায়ক্রমে সংঘাতের শেষ পর্যায় এসে পরস্পর পরস্পরকে হত্যাও করে চলেছে। ঐ একই ঘটনা ঘটছে পরস্পরের প্রাপ্য সম্মানের খেয়ানতের কারণে। কারণ ইজ্জত-সম্মানের উপর হামলা কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থ-সম্পদ থেকেও ব্যাপক বিবেচিত হয়েছে। আর এ ধরনের খেয়ানতের কারণে যেমন নারী নির্যাতন নামক অপরাধ ঘটছে, তেমনি অসংখ্য মানহানির মোকদ্দমা আসছে যা প্রকারান্তরে পরস্পরকে নিয়ে যাচ্ছে মিথ্যা, ঘৃণা বিদ্বেষের বিভিন্ন মোকদ্দমায়। শত্রুতার সংক্রামক ব্যাধি যখন মানুষের মানসিকতায় ঢুকে পড়ে তখন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার হাজারো কামনা তাকে সদা ব্যাপৃত রাখে। তার এহেন কর্মের দ্বারা তাকে দেয়া যে পবিত্র আমানতের খেয়ানত হচ্ছে উহা সে বেমালুম ভুলে যায়। শিক্ষাকর্মের আমানতদারীতে আন্তরিকতা না থাকার কারণে শিক্ষাঙ্গনে যেমন শিক্ষার পরিবেশ নেই, তেমনি কথিত শিক্ষার নামে বিতরণ হচ্ছে জাল-জালিয়াতের সনদপত্র। শিক্ষাঙ্গনে দল মতের সৃষ্টি হওয়াতে একদল ছাত্র তাদের প্রতিপক্ষ ছাত্রদের যেমন ঘায়েল করছে; তেমনি প্রতিক্ষের শিক্ষকরাও ছাত্রদের কাছে রাখা ইজ্জত-সম্মানের ও শ্রদ্ধার যে আমানতদারী ছিল উহা ভুলে গিয়ে ঐ শিক্ষকরাও লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হচ্ছেন। শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষাকর্মের এহেন খেয়ানত

www.pathagar.com

ছাত্রসমাজকে তাদেরই শিক্ষকদের উস্কানিতে আজ সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত করছে। শিক্ষাকর্মের যে পূত-পবিত্র মূল্যায়ন ছিল উহা যেন আজ নেই বললেই চলে। অবশ্য ব্যাতিক্রমধর্মী বিশ্বের পাশ্চাত্যের অন্যদেশগুলোতে শিক্ষা বা শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ তেমনটি নষ্ট হয় নাই।

স্নেহ, প্রেম ভালবাসার যে আমানত নিয়ে সংসার ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে সন্তান পিতাকে হত্যা করছে আর পিতা হত্যা করছে সন্তানকে। স্ত্রীরা তালাকপ্রাপ্ত হয়ে সংসারের সামগ্রিক প্রেমের বাঁধন ভেঙ্গে দিয়েছে। স্ত্রীর আনুগত্য স্বামীর সংসারের যে আপেক্ষিক আবেদন উহা খেয়ানত হয়েছে স্ত্রীর পরকীয়া প্রেমের মাধ্যমে। সন্তানদের কেউ পক্ষ নিয়েছে পিতার দিকে, আবার কেউ দাঁড়িয়েছে মায়ের পক্ষে। পিতার পিতৃত্ব এবং মাতার মাতৃত্বের আমানত খেয়ানত সন্তানদের জীবনে নেমে এসেছে হতাশা এবং তারা অনেকেই ভুলে গেছে নৈতিক শিক্ষার নির্দেশিকা। মাতা পিতার বিরুদ্ধে মামলা করছে এবং পিতা সন্তানদের মায়ের বিরুদ্ধে মামলা করে মাকে আদালতে হেস্তনস্ত করে ফেলছে। আর এ ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছে মাতৃ ও পিতৃকুলের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে। তারাও দুই এলাকার হওয়াতে এলাকার ইজ্জত সম্মানের কারণে পরস্পর দুই সংঘাতমুখর শিবিরে অবস্থান নিয়েছে। আর পরস্পরকে ঘায়েল করার জন্য চুরি, ডাকাতি, জেনা, ব্যাভিচার খুন, রাহাজানি, জমির জবরদখল সংক্রান্তের মোকাদ্দমা ঠুকতে শুরু করেছে। আর এগুলো বিচারের নামে আসছে আদালতে। বিচারের বিভ্রাট ঘটিয়ে তারাও দু পয়সা রোজগারের সুযোগ পাচ্ছে। অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি যে, আজ আদালত যেন শত্রু শংহারের এবং শত্রুতার প্রশিক্ষণের প্রধানতম পরিবেশ হয়ে গড়ে উঠছে। অথচ মনিষী লে হান্টের মতে "চিরস্থায়ী শত্রুতা সকলের জন্যই ধ্বংসকারক"।

দেশরক্ষার আমানতদারী যারা নিয়েছেন, তারা দেশের সম্পদ এবং সম্মানের বিনিময় চোরাচালানীর মত অপরাধে পরোক্ষ পরামর্শ দিয়ে অঢেল অর্থ লুটছে। আর ঐ অবৈধ অর্থের ব্যবহারিক বৈষম্য সমাজে সৃষ্টি করছে শোষণ এবং শাসনের দল। তার তাতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমলাদের আমানতদারী খেয়ানতে সাধারণ মানুষ তাদের কাছে জিম্মী হয়ে পড়েছে। তাই রাজনৈতিক অঙ্গনের রাজা তাঁর প্রজার বিরুদ্ধে এবং প্রজাকুল রাজার বিরুদ্ধে ঠুকে দিয়েছে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি এবং হত্যার মোকদ্দমা। আদালতের সাথে সম্পর্কিত কর্মচারীরা এ সকল মোকদ্দমাকে তারা তাদের ব্যবসায়ের মূলধন হিসেবে গ্রহণ করেছে। এককালে আদালতের আইন ব্যবস্থায় নিয়োজিত আইনজীবীরা ঐ ব্যবসায়ের একমাত্র অংশীদার ছিল। আজ ঐ ব্যবসায়ের ব্যাপক বিবেচনায় আদালত, আদালতের আমলা, পুলিশ প্রশাসনের অনেকেই বিচার নামক ব্যবসাটির এক একজন অংশীদারিত্বের দাবীদার। ঐ সব কিছুর স্থলেই রয়েছে দায়িত্ব কর্মের আমানতের খেয়ানতকরণ বিষয়গুলো।

www.pathagar.com

আমানতের খেয়ানত থেকে পরস্পরের শত্রুতা এবং পরে সংঘাতের মাধ্যমে সৃষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের পাপ যাহা বাংলা বা ইংরেজী পরিভাষায় অপরাধ বা Crime তাহলে এটা বলা চলে যে, আমানতের খেয়ানতকরণই Root of all crimes. একটি মানুষের মধ্যে নামাজ, রোজার মত এবাদত আছে। অথচ তার আমানতদারী নেই। এহেন একটি ব্যক্তিকে কোন অবস্থায়ই নৈতিক সচ্ছতাধারী ব্যক্তি বিবেচনা করার অবকাশ নেই। আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানে মানুষের এহেন অপরাধ প্রবণ মনের অবস্থান জ্ঞাত বিধায় তিনি প্রতি যুগে যুগে মানুষকে তার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যে ওহি প্রেরণ করেছেন উহাতে খেয়ানতকারীদের জন্য কি ধরনের সাবধান বাণী ছিল, আমরা এখন সেই আলোচনায় আসবো।

(৬) আল কোরান এবং হাদিস আমানত, আমানতদারী এবং খেয়ানত সংক্রান্তের বাণী ঃ

লোভ শান্তির শত্রু। প্রবাদে বলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আর ঐ লোভই মানুষকে কোন না কোনভাবে আমানত খেয়ানতকরণে উদ্বুদ্ধ করে। আর বিষয়টি যেহেতু পরস্পরের সম্পর্কের সাথে জড়িত, তাই আল্লাহ যে কোন মুনলমানদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেন।

اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُكُم اَن تُؤَدُّوا الاَمنٰتَ اِلى اَهلِهَا وَاِذَا حَكَمتُم بَينَ النَّاسِ اَن تَحكُمُوا بِالعَدلِ ط

অর্থ ঃ "মুসলমানগণ, আল্লাহ তোমাদেরকে এ আদেশ দিচ্ছেন যে, যাবতীয় আমানত উহার উপযোগী লোকদের নিকট সোপর্দ করে দাও। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।"

(নিসা–৫৮)

ঐ হুকুমের লক্ষ্য সাধারণ মুসলমানরাও হতে পারে কিংবা বিশেষভাবে ক্ষমতাসীন শাসকবর্গও হতে পারেন। তবে সবচেয়ে স্পষ্ট বিষয় হলো এই যে, এমন সবাই এর লক্ষ্য যারা আমানতের রক্ষক এবং আমানতদার। এতে সাধারণ জনগণ ও শাসকবর্গ সবাই অন্তর্ভুক্ত। বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে যে, যার দায়িত্বে কোন আমানত থাকবে, সে আমানত প্রাপককে পৌছে দেয়া তার একান্ত কর্তব্য। রসূলে করীম (সাঃ) আমানত প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ প্রদান করেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, "এমন খুব কম হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) কোন ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে এ কথা বলেননি–

www.pathagar.com

"যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার নিয়মানুবর্তিতা নেই, তার ধর্ম নেই।" (শোআবুল ঈমান)। বোখারী ও মুসলিমের হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, "রসূল (সাঃ) একদিন মুনাফেকীর লক্ষণসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি লক্ষণ এটাও বলেছিলেন যে, যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে তাকে খেয়ানত করে। অর্থাৎ খেয়ানতকরণ মুনাফেকীর লক্ষণ। আর তাই যদি হয় তবে তার কোন এবাদতই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ খেয়ানতকরণের কারণে ইসলামের সাথে জড়িত সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার বিষয়টিকে উপেক্ষা করে সে মানব জীবনে অশান্তিকে ডেকে এনেছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, কোরআনে করীম আমানতের বিষয়টিকে امنت বহুবচনে উল্লেখ করেছেন। এতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, কারো নিকট অপর কারো কোন বস্তু বা সম্পদ গচ্ছিত রাখাটাই শুধুমাত্র আমানত নয়, যাকে সাধারণত আমানত বলে অভিহিত করা হয়; বরং আমানতের ইতিপূর্বেকার আলোচিত আরও কিছু প্রকারভেদ রয়েছে। আয়াতের শানে-নুযুল প্রসঙ্গে যে ঘটনাটির অবতারণা ছিল উহা হলো ক্বাবাঘরের চাবির আমানতদারী প্রসঙ্গে। আর ঐ প্রসঙ্গটি কোন অবস্থায় বস্তু বা সম্পদের সম্পর্কে ছিল না; বরং উহা ছিল বায়তুল্লাহ'র খেদমতের একটি পদের নিদর্শন। এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া একটি চরম দায়িত্ব যা আজও সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে। যাদের কাছে এ দায়িত্বের আমানতদারী দেয়া হয়েছে তারা যদি উহার খেয়ানত করেন, তবে তারা অবশ্যই আল্লাহর গজবে পতিত হবেন।

আমানতের বহুবচনের ব্যাপক বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাসমূহও আল্লাহ তায়ালার আমানত। যাদের হাতে নিয়োগ ও বরখাস্তের অধিকার রয়েছে সে সমস্ত কর্মকর্তা ও অফিসারবৃন্দ হলেন সেই পদের আমানতদার। কাজেই তাদের পক্ষে কোন পদ এমন কাউকে অর্পণ করা জায়েজ নয়। যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ শর্ত মোতাবেক কোন লোক পাওয়া না গেলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যোগ্যতা ও আমানতদারী তথা সততার দিক দিয়ে যে সবচেয়ে অগ্রবর্তী হবে তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এক হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যাকে সাধারণ মুসলমানদের কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তারপর তিনি যদি কাউকে তার যোগ্যতা যাচাই ছাড়াই একান্ত বন্ধুত্ব কিংবা সম্পর্কের কারণে কোন পদে কাউকে নিয়োগ প্রদান করে, তবে তার উপর আল্লাহর লা'নত হবে। না তার ফরজ (এবাদত) কবুল হবে, না নফল। এমন কি সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে। (জমউল-ফাওয়ায়েদ ৩২৫ পৃঃ)

www.pathagar.com

আয়াতের প্রথম বাক্যটিতে আমানত পরিশোধের এবং নীতির বাক্যে ন্যায় বিচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে আমানত পরিশোধ বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ সম্ভবত এ হতে পারে যে, এর অবর্তমানে কোথাও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে না। কাজেই যাদের হাতে দেশের বিচার, শাসন ক্ষমতা থাকবে তাদেরকে প্রথমে গচ্ছিত ঐ আমানতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। কারণ সরকারী কর্মচারীই হলো সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থার হাত-পা। এরাই যখন অন্যায় ও আত্মসাৎকারী হবে তখন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সম্ভব হতে পারে কি? সুতরাং ন্যায়বিচারের মাধ্যমে আমানতদারীর দায়িত্বে প্রত্যেককে তার প্রাপ্য হক সোর্পদ করতে হবে। তা না হলে সমাজ ব্যবস্থার যে বিভেদ ও বৈষম্যের বিবেচনা হবে তাতে সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙ্গে গিয়ে মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাবে। ব্যক্তি থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ন্যায়বিচারই হচ্ছে একমাত্র দায়িত্বের আমানতদারী যা বিশ্ব শান্তির জামিন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। তাই আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী আয়াতে বলে দিলেন ঃ

وَاِذَا حَكَمتُم بَينَ النَّاسِ اَن تَحكُمُوا بِالعَدلِ

অর্থাঃ "আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার মীমাংসা করবে, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক" (নিসা-৫৮)

সূরা আন-ফালের ২৭নং আয়াতের আমানতের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لاتَخُونُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا اَمنتِكُم وَاَنتُم تَعلَمُونَ -

অর্থ ঃ 'হে ঈমানদারগণ! খেয়ানত করো না আল্লাহর সাথে ও রসূলের এবং খেয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনেশুনে'। ঐ আয়াতের 'নিজেদের পারস্পরিক আমানতের খেয়ানত' প্রসঙ্গে ইতোপূর্বেকার আলোচনায় বিষয়ের বুঝ হলেও, 'আল্লাহ এবং রসূল (সাঃ)-এর প্রসঙ্গের অবস্থানে কি ধরনের খেয়ানত হতে পারে তারও কিছু আলোচনা রাখতে চাই। আয়াতটি ছিল ঈমানদারদের প্রসঙ্গে। কারণ ঈমানদাররা রসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনের যে আমানতদারী গ্রহণ করেছেন উহা কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব ঈমানদারকেই নিতে হবে। দ্বীনের আমানতদারীর খেয়ানতকরণ অর্থ আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিতে বিপর্যয় এবং আসল সৃষ্টির উদ্দেশ্যকেই ব্যাহতকরণ। যার পরিণতি হবে আমাদের সকলের জন্যই জাহান্নাম।

www.pathagar.com

সুতরাং যারা আল্লাহ এবং রসূল (সাঃ) প্রদত্ত দ্বীনের আমানতদারী এবং নিজেদের পরস্পরের আমানতের খেয়ানতের ব্যাপারে সাবধান থাকে তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ শান্তিময় বেহেস্তের ওয়াদা করে আয়াত নাজিল করেছেন ঃ

وَالَّذِينَ هُم لاَمَنَتِهِمْ وَعَهدِهُم ر عُونَ

অর্থ ঃ "যারা আমানত ও অংগীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে" (মুমেনুন-৮) তারা আল্লাহ তায়ালার ওয়াদাকৃত

اَلَّذِينَ يَرِثُونَ الفِردَوسَ هُم فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থ ঃ "তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধীকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে" (মুমেনুন-১১)

সূরা মা'আরিজেব ৩২ নং আয়াতে একই নির্দেশের বাণীতে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِينَ هُم لاَمنتِهِم وَعَهدِهِم رعُونَ -

অর্থঃ "যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে" (মা' আরিজ-৩২); তাদের সম্পর্কে আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করে বলেছেন ঃ

أُولَئِكَ فِى جَنَّتٍ مُّكرَمُونَ -

অর্থ ঃ "তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে।" মা'আরিজ-৩৫)

দ্বীন মানি আল-কোরানের সামগ্রিক বিধান। যাহা মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত। আমানতদারী পরস্পরের এ সম্পর্কের শান্তিময় স্থায়িত্বের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এটা কত গুরুত্বপূর্ণ উহা বুঝবার জন্য রাসূল (সাঃ)-এর একটি হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে হুজুর (সাঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নপূর্বক উহা ঘোষণা করার পর সব পাপই মাফ হয়ে যায়। কিন্তু আমানতের খেয়ানত করার পাপ উহাতেও মাফ হবে না। আমানতের খেয়ানতের ব্যক্তি যদি আল্লাহর পথে শহীদও হয়ে থাকে, তথাপি কেয়ামতের দিনে তাকে উপস্থিত করে বলা হবে, তোমার নিকট গাচ্ছিত দ্রব্য প্রত্যার্পণ কর। সে বলবে আমি উহা কোথা হতে প্রত্যর্পণ করবো? দুনিয়া তো শেষ হয়ে গেছে। তখন তার জন্য জাহান্নামের তলদেশ হতে উক্ত গচ্ছিত বস্তুর সদৃশ্য বস্তু দেখা দেবে। সে তখন গিয়ে স্বীয় স্কন্ধে উহা বহন করে আনতে থাকবে। উহা তার স্কন্ধ হতে পড়ে যাবে। সে পুনরায় উহা উঠিয়ে আনতে যাবে। এরূপ অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে। উবাই ইবনে কা'ব হতে ধারাবাহিকভাবে আসা ইবনে আবু হাতিম (রঃ) বলেন ঃ "স্ত্রীর যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা করার কর্তব্যও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আমানত"। এ ধরনের

www.pathagar.com

আমানত সামগ্রিক বিধানের একটি অংশ বিশেষ। মূলত একজন ঈমানদার তার জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটির কর্মেরই আমানতদার। আমানতদারীর আবর্তেই যেন আমরা পরস্পর পরস্পরকে বেঁধে নিয়েছি। আমাদের দ্বীনের এহেন বাঁধন ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থই হবে খেয়ানতকারী হিসাবে চিহ্নিত হওয়া যাহা কোন অবস্থায়ই নৈতিক স্বচ্ছতার মাপকাঠি হতে পারে না।

শেষ কথা ঃ

একজন মুসলমানের জীবনে এবাদতের আলোকে আমানতদারী কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে পাঠকবর্গ ইতিপূর্বেকার আলোচনায় হয়তো বা বুঝতে পেরেছেন। যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমানতদারী উহা মূলতঃ আল্লাহর প্রতি তথা পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাসের বিবেচনা। আমানতদারীর ভিত্তির যে বিশ্বাস উহা রহিত হওয়া নেহায়েত খেয়ানতই নয়; অধিকন্তু আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বা ঈমানের বাঁধন ভেঙ্গে যাবে, যার শেষ পরিণতি আমাদের জন্য জাহান্নাম। তাই আল্লাহর প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে আমাদেরকে আমানতদারী হতে হবে। খেয়ানতকরণ একটা অপরাধ যাহা বহু অন্যায় এবং অশ্লীল কাজের জন্ম দেয় ; যাহা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তাই মুসলমানদেরকে খেয়ানতকরণ কর্ম থেকে বিরত থাকতে হলে তাদেরকে ঈমানের ভিত্তিতেই তাদের পরস্পরের সম্পর্কের জন্য ইসলামের মৌলিক বিধানের নামাজ, রোজা, যাকাত এবং সমর্থ থাকলে অবশ্যই হজ্ব পালন করতে হবে। ঐ এবাদতগুলোর মধ্যে নিহিত যে হকিকত উহাই মানুষের পরস্পরের সম্পর্কের নৈতিক নীতি নির্ধারণের একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক বিধান হিসাবে আল্লাহ ওহি করেছেন। কারণ নামাজের এবাদতে যেমন পরস্পরের সম্পর্কের ক্ষেত্রের এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে পরস্পরের সম্মানের আমানতদারীর বহিঃপ্রকাশ ঘটে তেমনি ঐ এবাদতটির আমলের কারণে প্রতিরোধক হিসাবে মানুষের মধ্যকার অশ্লীল এবং অপরাধ প্রবণতা কমে গিয়ে আমানত খেয়ানতকরণের বিষয়গুলো আর বিবেচনায় আসবে না। নামাজের আত্মীক আবেদনে মানুষ যদি তার মধ্যকার অশ্লীল এবং খারাপ কাজগুলো পরিহার করতে পারে, তখন খেয়ানত সংক্রান্ত খারাপ কাজগুলো থেকে সে মাহ্রুম থাকতে পারে।

খেয়ানতকরণের বিষয়গুলো মূলতঃ মানুষের রিপুর সাথে জড়িত। যাহা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সংগঠিত হয়। তাই আল্লাহ সিয়াম বা রোজা নামক একটি বিধান করে দিলেন যাতে মানুষ তার রিপুর চাহিদাকে সংশোধিত করে খেয়ানতের বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকতে পারে। হজ্ব হচ্ছে মহাপ্রেমের প্রশিক্ষণ। এ প্রেম শুধু আল্লাহতেই নয় ; অধিকন্তু আল্লাহর সৃষ্টির সাথেও। এখানে স্বীকৃতি পায় সাম্যের ও মৈত্রীর বন্ধনের আকা ক্ষা। সৃষ্টির অশান্তির মূলে যে অর্থের, বংশের কৌলীণ্যের এবং

www.pathagar.com

শরীরের রংয়ের যে অহংকার উহা এহ্‌রাম, লাব্বাইক এবং তাওয়াফের হাকিকতের মধ্যেই তিরোহিত হতে পারে। হজ্বের প্রশিক্ষণ তো সমস্ত পাপের মুক্তিকরণ প্রশিক্ষণ। এ প্রশিক্ষণে যদি খেয়ানতের পাপ থেকে সে মুক্ত হতে না পারে, তবে ধরে নিতে হবে হজ্বের শিক্ষায় সে হাজি হতে পারেনি। খেয়ানতের বিষয়গুলো প্রধানত মানুষের সম্পদের সাথে জড়িত। আর ঐ সম্পর্ককে নৈতিক সচ্ছতার পবিত্রায়ন করতে হলে আল্লাহর বিধানের যাকাত নীতিকে মেনে নিতে হবে। কারণ খেয়ানতকরণ কোন সম্পদ দিয়ে যেমন যাকাতের বিবেচনা নেই, তেমনি খেয়ানতকারীর যাকাতও আল্লাহর কাছে সমর্থিত নয় বিধায় উহাতে পুণ্যের প্রয়াস নেই। তাই উহাতে পরকালীন মুক্তিও আসতে পারে না। ইসলামের ঐ মৌলিক নীতির ইমান, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাতের বিধানের আমানতদারী নিয়েই রাসূল (সাঃ)-এর আবির্ভাব ছিল। কারণ ঐ নীতিগুলো আমলের মধ্যেই মানুষের' আশরাফুল মখ্‌লুকাত' হবার হকিকত নিহিত আছে। যিনি বা যারা ঐ মৌলিক এবাদতগুলোতে সঠিক অর্থে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছেন তাদের দ্বারা কোন ধরনের খেয়ানত করা সম্ভব হতে পারে না। প্রতি যুগে যুগে পরিবেশের পরিপূরক ঐ নীতির বাস্তবায়নের আমানতদারী নিয়েই যে রাসূলদের আগমন ছিল উহা ওহির অন্য আয়াত থেকেও বোঝা যায়। যেমন আদ জাতির মধ্যে প্রেরিত হুদ (আঃ) তাঁর জাতিকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ

انِّى لَكُم رَسُول اَمِين

অর্থ ঃ "আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রাসূল (সূরা শূ-আরা-১২৫)

সামুদ জাতির প্রতি আল্লাহ হজরত সালেহকে পাঠালেন। তিনি তার জাতির লোকদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ

انى لَكُم رَسُول اَمِين

অর্থ ঃ "আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রাসূল (সূরা শূ-আরা-১৪৩)

তেমনি করে লূত (আঃ) তার জাতির লোকদের বলেছিলেন ঃ

انى لَكُم رَسُول اَمِين

অর্থ ঃ "আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রাসূল (সূরা শূ-আরা-১৬২)

আকাইবাসীদের নিকট প্রেরিত রাসূল হজরত শুআয়েব (আঃ) তাঁর জাতির লোকদের ঐ একই ভাষায় বলেছিলেন ঃ

اِنى لَكُم رَسُول اَمِين

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রাসূল (সূরা শূ-আরা-১৭৪)
হজরত নূহ (আঃ) ও তার জাতির কাছে এ একই ভাষায় বলেছিলেন,

انى لكم رسول امين

অর্থ ঃ আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রসূল। (সূরা শূ-আরা-১০৭)

প্রত্যেক নবীই দ্বীনের আমানতদারী নিয়ে ধরাতে এসেছিলেন যাতে ঐ আমানতদারীর দায়িত্ব রক্ষা করে নৈতিক সচ্ছতায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। কারণ মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ তার প্রতিটি কর্মের আমানতদারীর উপরই নির্ভর করে। পরোক্ষ কি প্রত্যক্ষ পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষ প্রতি যুগে কোন না কোন ভাবে একজন আমানতদার। সুতরাং আল্লাহর বান্দা এবং নবী (সাঃ)-এর উম্মত হিসেবে আমরা যে যেখানে আছি আমরা যেন আমাদের প্রতি কর্মেই তথা দ্বীনের ব্যপক আমানতদারীতে আত্মনিয়োগ করে আধ্যাত্মিকতার আবেদনে আল্লাতে পৌঁছতে পারি! কারণ মানবজাতির অধিকাংশই আজ যালেম ও অজ্ঞ প্রমাণিত হয়েছে। তারা এই আমানতের হক আদায় করেনি এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধিকাংশের অবস্থা বিধায় একে মানব জাতিরই অবস্থ্যার প্রেক্ষিতেই বলা হয়েছে। সার কথা হলো যে, আয়াতে সেই ব্যক্তিবর্গকেই যালেম ও অজ্ঞ বলা হয়েছে যারা শরিয়াতের আনুগত্যে সফলকাম হতে পারেনি এবং আমানতের হক আদায় করেনি। পাঠকদের মনে রাখতে হবে যে, নৈতিক সচ্ছতাই একজন মানুষকে প্রকান্তরে মোমেন করতে পারে এবং ঐ নৈতিক সচ্ছতা অর্জনের সামগ্রিক বিষয়ের আমানদারী মূলত দ্বীনেরই আমানতকারী যা যুগে যুগে রসূল এবং তাঁদের উম্মতদের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

ইতিপূর্বেকার সামগ্রিক আমানতের যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে উহাই মূলত দ্বীনের কথা ; যাহা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষ সৃষ্টির বহু পূর্বেই বিবেচনা করে রেখেছেন এবং মানুষ ছাড়া অন্য সৃষ্টির আকাশ, পৃথিবী ও পবর্তমালার নিকটে ঐ দ্বীনের আমানত পেশ করেছিলেন। কিন্তু তারা ঐ আমানতদারীর দায়িত্ব বহন করতে অস্বীকার করে এবং দায়িত্ব পালনে ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু পরে আদম সৃষ্টির মাধ্যমে ঐ আমানত তাদের কাছে পেশ করা হয় এবং তারা তা গ্রহণ করে নেয়। আর আমানতের ঐ দায়িত্ব পালন না করে মানুষের অধিকাংশই আজ জালেম এবং অজ্ঞ হিসাবে নিজেদেরকে পরিচয় দিয়ে চলছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এলেমে এহেন জ্ঞান ছিল বিধায় তিনি উহা হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে ওহহির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়ে বললেন ঃ

www.pathagar.com

اناعرضنا الامانة على السمــوت والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولاً

অর্থ ঃ "আমি আকাশ, পৃথিবী, পর্বতমালার সামনে এ আমানত পেশ করেছিলাম ; অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করলো এবং এতে ভীত হলো। কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ করলো। নিশ্চয়ই সে জালেম–অজ্ঞ।" (সূরা আল–আহযাব–৭২)।

তফসীরে কুরতুবীতে উদ্ধৃত হযরত আব্বাস (রাঃ)–এর বাচনিক রেওয়াতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)–কে সম্বোধন করে বললেন, আমি আমার আমানত আকাশ ও পৃথিবীর সামনে পেশ করেছিলাম তখন তারা এই বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এখন তুমি কি এর নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে এই আমানত বহন করতে সমর্থ আছ? আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে পালনকর্তা এর বিনিময় কি প্রতিদান পাওয়া যাবে? উত্তর হলো পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করলে পুরস্কার পাবে (যা হলো আল্লাহর নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতের আকারে হবে) ; পক্ষান্তরে যদি এই আমানতের খেয়ানত করা হয়, তবে শাস্তি পাবে। আদম (আঃ) আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টিতে উন্নীত লাভের আগ্রহে এ বোঝা বহন করে নিলেন।

আল্লাহ তায়ালা আদি তকদিরে স্থির করে নিয়েছিলেন যে, তিনি আদম (আঃ)–কে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। এ প্রতিনিধিত্ব তাকেই দান করা যেত, যে খোদায়ী বিধানাবলী মেনে চলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারতো, কেননা এই প্রতিনিধিত্বের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্র আইন প্রয়োগ করবে এবং মানব জাতিকে খোদায়ী বিধানাবলীর আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই সৃষ্টিগতভাবে হযরত আদম (আঃ) এই আমানত বহন করতে রাজি হয়ে গেলেন। অথচ তিনি জানতেন যে, বিশালাকার সৃষ্টিবস্তু এ ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে (মাযহারী

انه كان ظلوما جهولاً –

ظلوم অর্থ নিজের প্রতি যুলুমকারী এবং جهولاً – এর যথার্থ পরিণামের ব্যাপারে অজ্ঞ। তফসীরবিদগণ বলেন যে, উপরোক্ত বাক্যগুলো নিন্দার জন্য নয়, বরং অধিকাংশ ব্যক্তির বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যেই অবতারণা করা হয়েছে। আসুন, আমরা দ্বীনের কর্মের খেয়ানত থেকে চিরত থেকে মোমেন মুসলমান হয়ে জান্নাতের প্রার্থনা করি। আমিন।

www.pathagar.com

১৯৪১ সনে বরিশাল জেলার সদর থানায় আলেকান্দা নামক গ্রামে লেখক মোঃ সিরাজুল ইসলামের জন্ম। পৈত্রিকভাবে মুসলিম ঐতিহ্যে উদ্বুদ্ধ 'তালুকদার বাড়ীর' ধর্মীয় পরিবেশে মানুষ। জৈনপুরে পীরদের খাদেম পিতার তৃতীয় সন্তান। পিতার নাম মোঃ ইছমাইল তালুকদার। বরিশালের ব্রজমোহন মহাবিদ্যালয় থেকে বি,এ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে এল,এল,বি। ১৯৬৭ সনে বরিশাল জেলা বারে যোগদান এবং ১৯৬৯ সনে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বি,সি,এস (বিচার) বিভাগের মাধ্যমে বিচার বিভাগে যোগদান। বর্তমানে তিনি জেলা জজ। বিভিন্ন কর্মস্থলের প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রবন্ধকার হিসাবে পরিচিত। প্রবন্ধের উপরে প্রচেষ্টারত প্রয়াস পরবর্তীতে পুস্তক লিখতে উদ্বুদ্ধ করে এবং সেই হিসাবে ইতিপূর্বে লেখক (১) ইসলামের তওবার বিধান (২) ইসলাম ও সংগীত (৩) আল কোরানীক আইন (৪) ইসলাম ও আনন্দ পুস্তকগুলো লিখেছেন। লেখকের হাতে আরও বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আছে যেমন (১) ইকরা (২) মানব মূল্যায়ন (৩) বেহেস্তে কে যাবেন (৪) ফুল সন্দর্শন (৫) মানবতার বিচার ৬) মুরতাদ এবং ব্লাসফ্যামী আইন (৭) বিচারসুলভ মন (Judicial mind)। লেখক প্রতিটি পুস্তকে কোরানের তথ্যকে মানুষের জীবনে ব্যবহার উপযোগী করে উপস্থাপন করছেন। ঐ ধরনের উপস্থাপনায় ইসলাম যে অনুষ্ঠান সর্বস্ব কোন ধর্ম নয় এ আলোচনাই এসেছে বেশী। লেখকের মূল কথা হলো কোরানের কথা মানুষকে কোরানের ভাষা দিয়েই বুঝাতে হবে। তার অত্র পুস্তকটিও ঐ নীতিবোধ থেকে নিবদ্ধ গ্রন্থ।